স্পট : সিঙ্গাপুর

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর...

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর...

স্বপ্ন শহর সিঙ্গাপুরের বিমানবন্দর থেকে শুরু করে জুরং বার্ড পার্ক, সান্তোষা দ্বীপ, চায়না টাউন এবং নাইট ক্লাবপাড়াসহ দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে একদিনের জীবনযাত্রার চালচিত্র তুলে এনেছেন পারভেজ চৌধুরী ছবি: **মহিউদ্দিন আহমদ শাহীন**

রাত ৪.০০ : চাঙ্গী বিমান বন্দর, সিঙ্গাপুর। কোথাও কোনো নীরবতা নেই। চারদিকে নির্ঘুম মানুষের গতিময় ব্যস্ততা। ধাবমান মানুষের লক্ষ্য বিমানবন্দর থেকে বের হওয়া। কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে তারপর বৈদ্যুতিক গাড়িতে দাঁড়িয়ে সবাই সামনে এগুচ্ছে। বিমানবন্দরের চোখ ঝলসানো দোকানগুলো খোলা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ যেন শেষ নিশীথের বিশ্বমেলা। চাঙ্গী বিমান বন্দরটি সিঙ্গাপুরের এক প্রান্তে অবস্থিত।

৪.৩০ : সিঙ্গাপুরের জনজীবন এখনও ঘুমিয়ে আছে, যদিও সিঙ্গাপুর ঘুমায়নি। রাস্তায় পায়ে হাঁটা মানুষজন খুব কম থাকলেও আলোজ্বলা গাড়ির সংখ্যা অনেক। রাতের মৌনতাকে সঙ্গী করে অনেক আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে এক পায়ে।

৫.০০ : সড়কের নাম রবার্টসন কিউয়ে। রাতের আকাশ সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে ক্রমশই। অন্ধকার আর আলোর সন্ধিক্ষণে সমুদ্রের নীল গ্রাস করে নিয়েছে সিঙ্গাপুরের আকাশ। চোরাপায়ে বাড়ছে সিঙ্গাপুরের জনজীবনের কোলাহল।

বিদেশী পর্যটকদের কাছে সিঙ্গাপুর সব সময় আকর্ষণীয়

৬.০০ : চায়না টাউন। ১৮১৯ সালে ব্রিটিশ নাগরিক স্যার স্টামফোর্ড র‍্যাফেলস যখন সিঙ্গাপুর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন থেকে এখানে চীনাদের ব্যাপক উপস্থিতি। চারদিকে চীনা দালান। এটা ঠিক চীনের ক্ষুদ্র ভার্সন। আসল চাইনিজ খাবারের আর স্যুভেনিরের দোকান রাস্তার দু'পাশে। বিভিন্ন দেশের পর্যটক এসেছে। আমার সঙ্গে যে বন্ধু আছে তার নাম 'বেনি তান'। সিঙ্গাপুরে প্রতি দশজনে একজনের নাম 'তান' পাওয়া যায়, দ্বিতীয় হচ্ছে 'লিম'। আসল চাইনিজ দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে নিলাম চাইনিজ হাউজে।

৭.৩০ : মাউন্ট ফেবার।

টাকায় বাঘের দুধ মেলে দ্বীপ দেশ সিঙ্গাপুরে।

এখানে কোনো পাহাড় ছিলো না। অন্য দেশ থেকে মাটি এনে পাহাড় তৈরি করে ফেবার নামক একজন। সেই থেকে এটির নাম মাউন্ট ফেবার। মাউন্ট ফেবারের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সিঙ্গাপুরকে অপরূপ দৃশ্যে দেখা যায়। এখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম স্বল্প পরিসরের সমুদ্র বন্দরটি। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ততম সমুদ্র বন্দরের একটি। পুরোদমে কাজ হচ্ছে অথচ কোনো চিৎকার নেই, হাঁকডাক নেই।

৮.৩০ : তেলোক ব্লেংঘ রোড।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি লাইনে। একটি করে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াচ্ছে, প্রয়োজন মতো লোকজন উঠে যাচ্ছে, কোনো কথাবার্তা নেই। চারদিকে শিষ্টতার সুবাতাস গায়ে পরশ বুলিয়ে দেয়। নিয়মের ডানায় ভর করে আমরা ট্যাক্সিতে উঠতেই মধ্যবয়সী চালক জিজ্ঞেস করে–

: ট্যুরিস্ট?

: ইয়াহ্।

: হুইচ কান্ট্রি?

: বাংলাদেশ।

জুরং বার্ড পার্কের লেকে পাখির ঝাঁক

ক্যাবল কার থেকে সিঙ্গাপুর

: ওহ বাংলাদেশ! এভরিথিং ইজ ওকে?

: ওকে। বাট...

: সাম টাইমস উই রিড ইন দ্যা নিউজ পেপার বাংলাদেশ ইজ এফেকটেড বাই ফ্লাড, পলিটিক্স।

: তুমি কতো দিন ধরে সিঙ্গাপুরে? জিজ্ঞেস করি।

: হবে বাইশ বছর।

: দেশ?

: ফিলিপাইন। নাম : এডমন্ড কিম।

ভাড়া মিটিয়ে গন্তব্যে নেমে যাই। একরাশ বিহ্বলতা আক্রমণ করে আমাকে। সিঙ্গাপুরের একজন সাধারণ মানুষ যে কিনা বাংলাদেশকে চেনে বন্যা আর দূষিত রাজনীতি দিয়ে। অহঙ্কারের সুতায় টান লাগে। পচে যাওয়া সুতা কখন যে ছিঁড়ে যায় টের পাই না।

৮.৪৫ : জুরং বার্ড পার্ক।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাখির পার্ক এটি। এই পার্কে ৬০০ প্রজাতির ৮০০০ পাখি আছে। বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা প্রতিদিনের মতো আজকেও ভিড় জমিয়েছে। পর্যটকদের একজনের বয়স ৪০/৪৫ হবে। হাতে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে। নাম- রিক লকোনেন।

: হ্যালো!

: হাই!

: তুমি কোন দেশ থেকে?

: বাংলাদেশ। তুমি?

: ফিনল্যান্ড।

: শুধু দেখার জন্যে...?

: দেখা তো বটেই। আমি একজন পক্ষী

সান্তোষা দ্বীপ থেকে সিঙ্গপুরের দৃশ্য

গবেষক। এসেছি গবেষণার কাজে।

ছবির মতো সাজানো এই পার্ক। ১৯৬৭ সালে সিঙ্গাপুরের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ড. ঘো কেং সি গিয়েছিলেন রিও ডি জেনেরোতে। সেখানের পাখির পার্ক দেখে অভিভূত হয়ে ১৯৭১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এই বার্ড পার্ক। পার্কে একটি মুক্তমঞ্চ রয়েছে। মঞ্চটা দেখে বুকটা হু হু করে ওঠে। অবিকল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চের মতো।

১০.৩০ : নিকোল হাইওয়ের পাশে সানটেক টাওয়ার, তার পাশেই ফাউন্টেন অব ওয়েলথ। এই কৃত্রিম ঝরনায় দল বেঁধে হাত রাখছে আর ভেজা হাতে গায়ে পরশ বুলাচ্ছে।

: হাই!

: হ্যালো

এক সুহাসিনীর সঙ্গে কুশল বিনিময়।

১১.০০ : এ যেন আরেক রাজ্যের সীমানা– জুয়োলজিক্যাল গার্ডেন। শুধু পায়ে হেঁটে নয়, ট্রাম, ট্যাক্সি এবং বাসে চড়ে পর্যটকরা এ চিড়িয়াখানা দেখছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণী আছে। বাঘ, সিংহ, হরিণ সবকিছুই মুক্ত। যার যার থাকার আবাস, পরিবেশ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

১.০০ : সান্তোষা দ্বীপ।

দ্বীপ দেশ সিঙ্গাপুরের পাশে আরেকটি ছোট্ট দ্বীপ। মূল দ্বীপ সিঙ্গাপুর থেকে দু'ভাবে যাওয়া যায়– ১. ক্যাবল কারে ২. গাড়িতে। ঝাঁক বেঁধে পর্যটকরা আসছে সান্তোষায়, এটি কোনো উৎসব নয় বরং সিঙ্গাপুরের প্রাত্যহিকতা।

সুলতান মোহাম্মদ রোড: সিঙ্গাপুরের নাইট ক্লাবপাড়া

১.৩০ : সিঙ্গাপুরের সৌভাগ্যের প্রতীক ৩৭ মিটার লম্বা এই মেরিলায়ন। এটির ওপর দাঁড়িয়ে সমগ্র সান্তোষা দ্বীপ, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ দেখা যায়। মাথা সিংহের এবং পুরো শরীর মাছের– এই কাল্পনিক চরিত্রটিকে আধুনিক সিঙ্গাপুর শ্রদ্ধা করে।

২.০০ : একটি ঘরে ঢুকে নিচে নামতে থাকলাম। ক্রমশই অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের। ততক্ষণে বুঝে গেছি আন্ডার ওয়াটার ওয়ার্ল্ডে এসে গেছি। নিজের অজান্তে এক সময় দেখি ধাবমান আমরা অর্থাৎ নিচের মেঝেটি চলছে। দাঁড়িয়ে সামনে তাকালেই অসীম নীলের একরাশ শুভেচ্ছা। চারদিকে সামুদ্রিক মাছ আর বিভিন্ন প্রাণী।

৩.০০ : মাহালো বিচ।

আমরা যখন বিচে পৌঁছলাম তখন চারদিকে রোদ ঝলমল করছে। কক্সবাজারের বিচের তুলনায় নেহায়েত ছোট, তবুও কি যে সযত্ন ব্যবহার! এটি দেখলেই আঁচ করা যায় সিঙ্গাপুরের উন্নয়নের যাদু স্পর্শের নিগূঢ় রহস্য। বিবসনা উন্মুক্ত দুপুর সূর্যস্নানে মগ্ন। একি মুক্তবাজার! নাকি মুক্ত রাজার দেশ?

৩.৩০ : ডলফিন লেগুন।

ব্লু লেগুনের পাশে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষেরা গোল হয়ে বসেছে। সবার দৃষ্টি দুটো ডলফিনের দিকে। প্রশিক্ষক যা বলে ডলফিন দুটো তাই শোনে। পানি থেকে লাফ দিয়ে তারা অভ্যর্থনা জানালো বিশ্ববাসীকে। কত কসরৎ। মিউজিকের সঙ্গে নাচ। ডলফিন দুটোর পিঠে চড়ে এক প্রশিক্ষিকা ঘুরে বেড়ালো লেগুন, যেন সমুদ্র থেকে ছুটে আসা জলকন্যা।

৪.০০ : লিটল ইন্ডিয়া। সিঙ্গাপুরে ছোট্ট একটি ভারত। ১৯১৯ সালে যখন স্যার স্ট্যানফোর্ড রাফেলস সিঙ্গাপুরে আসেন তখন তার সঙ্গে ১২০ জন ভারতীয় সৈন্য ছিলো। রচোর নদীর তীরে গড়ে উঠেছে লিটল ইন্ডিয়া। এই স্থানটি সিঙ্গাপুরের অন্যান্য জায়গার মতো ঝকঝকে নয়। এখানে সেখানে পানের পিক ফেলতে দেখা যায়। ভারতীয়দের পাশাপাশি অনেক তামিল আছে। তবে এখানে নিয়ম ভাঙার নিয়ম চলছে সবসময়।

৪.৩০ : সেরাঙ্গন। টেক্কা মার্কেটের

চায়না টাউন, সিঙ্গাপুর

সামনে। রাস্তায় হাঁটলেই বাংলা কথা শোনা যায়। ঝাঁক বেঁধে সবাই নিয়ম ভেঙে রাস্তা পার হচ্ছে। আমাদের বন্ধু বেনি তান জিজ্ঞেস করে, তোমাদের দেশে এরকম নিয়ম নাকি? আমি না শোনার ভান করে হাঁটতে থাকি।

৫.০০ : মস্তোফা সেন্টার।

সারি সারি চোখ ধাঁধানো পণ্যসামগ্রী সাজানো। বিভিন্ন দেশের ক্রেতারা পছন্দ মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিচ্ছে। এখানে বেশিরভাগ ক্রেতা ভারত, নেপাল, ভূটান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের। সিঙ্গাপুরে অপেক্ষাকৃত কম দামে কেনাকাটা করা যায়।

৫.৩০ : গতিময় সিঙ্গাপুর এখানে এসেই যেন কিছুটা ঝিমিয়ে গেছে। রাস্তায় লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এটা মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। তার পাশের সড়কের নাম কান্দাহার সড়ক। একটু হেঁটে সামনে গেলেই চোখে পড়ে সুলতান মসজিদ।

৬.০০ : সমারসেট রোড। ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে আমাদের গাড়ি প্রায় পৌনে দুই মিনিট হলো থেমে আছে। চীনা বংশোদ্ভূত গাড়ির ড্রাইভার ক্যাং হো হাঁসফাঁস করা শুরু করে দিয়েছে– 'রাবিস ট্রাফিক জ্যাম'। আমাদের যানজটের কথা চিন্তা করে আর দুই মিনিটের জ্যামে আটকে ড্রাইভারের এমন উক্তি আমাকে হাসতে বাধ্য করে। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বাইরে সন্ধ্যাচ্ছন্ন সিঙ্গাপুরকে দেখতে থাকি।

৭.০০ : মেরিন বে। শুধু মানুষ আর মানুষ। সারা দিনের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলতে সবাই এসেছে নদীর পাড়ে। দিনের চেয়ে রাতের সিঙ্গাপুর বেশি জীবন্ত।

৭.৩০ : ক্লার্ক কিউয়ে। একটি গোল জায়গা। সেখানে উচ্চস্বরে সশব্দে গান বাজিয়ে সবাই নাচছে।

৮.০০ : রিড ব্রিজ। উন্মাতাল তরুণ/

তরুণী। ব্রিজটি পার হতেই দেখা যায় চিত্রশিল্পীরা বসে আছে। যে কেউ ইচ্ছে করলেই আত্ম-প্রতিকৃতি করিয়ে নিতে পারে, বিনিময়ে দিতে হবে ২০-২৫ সিঙ্গাপুর ডলার।

৯.০০ : বুগিস স্ট্রিট।

একটি চেইন রেস্টুরেন্টে কফি খেতে গেলাম। লোকজন গমগম করছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমরা একটি কারখানার ফাঁক-ফোকরে বসে আছি। এখানকার নিয়মই এই। কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করতেই জানিয়ে দিলো এখানে বিয়ার তৈরি হয়। যে কেউ ইচ্ছে করলেই টাটকা তৈরি বিয়ার খেতে পারেন এখানে।

১০.০০ : সুলতান মোহাম্মদ রোড।

রাস্তার পাশে গাড়ি আর গাড়ি। সব তরুণ-তরুণী। ক্লাবের সামনে বড় বড় পর্দার টেলিভিশন লাগানো। ভেতরে কি হচ্ছে সব রাস্তা থেকে দেখা যায়। তবে এটা অনেক বড়। আহারে! সুবর্ণ সকাল। জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার।

অচার্ড রোড। পৃথিবীতে এমন কি আছে, যা সিঙ্গাপুরে নেই? সিঙ্গাপুরে অভিজাত শপিং করার স্থান এটি। দেখা যাচ্ছে পণ্যভোগী বিমোহিত মানুষের অদৃশ্য মিছিল। বিশাল মার্কেটের পরপর রয়েছে খাবারের দোকান।

১১.০০ : নাইট ক্লাবের ভেতরে। তরুণ-তরুণীরা পান করছে আর ইচ্ছে মতো নাচছে। হাই ভলিউম ডিসকো গানের তালের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবের ভেতরের রং পাল্টাচ্ছে।

১২.৫০ : চারদিকে শুধু আলো। হাঁটার ঢং দেখে মনে হচ্ছে লোকজন ঘরে ফিরতে শুরু করছে।

৩.০০ : মেয়েরা নির্বিবাদে চলাফেরা করছে। কি যে সুন্দর দেশ– এখানে নারীর স্বাধীনতা আছে পণ্য হবার, ধন্য হবারও।

সারা দিনের ক্লান্তি নিয়ে যখন হোটেলে ফিরছিলাম, ছোটবেলার সেই কবিতাটি মনে পড়লো–

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা' বহুদূর?

আমি শেষ লাইন যোগ করে দিলাম

কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?

স্বর্গ আছে দোকান পাটে, রাস্তাঘাটেও, সিঙ্গাপুর।

রাতের সিঙ্গাপুর